"Alas, where is Nadir Shah gone"
—Bengali-10,000 copies.

"হায় নাদির শাহ কোথায় !"

আফগানিস্তানে একটি নূতন ঐশী নিদর্শন।

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান নেতা হজরত মির্জা বশীর-উদ্দিন মহম্মদ আহমদ সাহেবের ২০শে নভেম্বর ১৯৩৩ তারিখে লিখিত উর্দ্দু প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

অনুবাদক—
মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ বি, এল, উকিল, জজ কোর্ট আলিপুর, কলিকাতা।

ভূমিকা।

খোদা আছেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বনিয়ন্তা। মানুষের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছাধীন। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষ কিছুই করিতে পারে না। জগতের ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন।

মানব সমাজে এই বিশ্বাস যখনই শিথিল হইয়া পড়ে, তখনই দেখা যায়, কোন মহাপুরুষ ঘোষণা করিতেছেন—"এস, আমার নিকটে এস। আমি তোমাদের যাবতীয় সন্দেহ দূর করিয়া দিব। খোদা আমার সহিত কথা বলেন। জগদ্বাসীকে খোদার দিকে ধাবিত করিবার জন্য তিনি আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।" এই দাবীর সপক্ষে ইহারা যে সকল যুক্তি প্রদান করেন, তাহার একটি হইতেছে তাঁহাদের প্রচারিত ভবিষ্যদ্বাণী।

এই পুস্তিকায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ আলায়হেচ্ছালামের এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, যাহা গত ৮ই নবেম্বর আফগানিস্তানের বাদশাহ নাদির শাহের মৃত্যুতে পূর্ণ হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে খোদার প্রতি ঈমান বাড়িবে এবং হজরত মির্জা সাহেবের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দূরীভূত হইবে। উর্দ্দু, ইংরাজী, পোস্ত, প্রভৃতি

ভাষায় এই প্রবন্ধ অন্যূন এক লক্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলায় ১০,০০০ ছাপান হইল। আল্লাতালার নিকট প্রার্থনা করি, এই পুস্তক যেন বাঙ্গালী পাঠকগণের জন্য শুভ ফল-প্রসূ হয়।

খাকছার—
মহাম্মদ আব্দুল হাফিজ,
সেক্রেটারী, পুস্তক প্রণয়ন বিভাগ,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জমান।

২৯এ এসমাইল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
২৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৪

"হায় নাদির শাহ কোথায়!"

আফগানিস্তানে একটি নূতন ঐশী নিদর্শন

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

خدا کے فضل و رحم کے ساتھ

ھو الناصر

আফগানিস্তানে ক্রমাগত বহু ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হইতেছে। এ বিষয়ে আফগানিস্তানের একটা বিশেষত্ব আছে। আল্লাতালা তাঁহার প্রেরিত পুরুষ হজরত মির্জা গোলাম আহমদ আলায়হেচ্ছালামের নিকট যে সকল দেশ সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে ভবিষ্যতের সংবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভারতের পরেই দ্বিতীয় স্থান সম্ভবতঃ আফগানিস্তানের।

হজরত মসিহ মউদ (আঃ) তখনও মোজাদ্দেদ (শতবার্ষিক ধর্ম্ম-সংস্কারক) হইবার দাবী করেন নাই, এই সময় هَاتَانِ تَذْبِعَانِ

অর্থাৎ 'দুইটি ছাগল জবাই করা হইবে' এই এলহাম (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ করিয়া আল্লাতালা তাঁহাকে সংবাদ দেন যে বিনা কারণে এবং বিনা অপরাধে কাবুলে দুইটি লোক নিহত হইবে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মৌলবী আব্দুর রহমান ও তাঁহার ওস্তাদ সাহেবজাদা আব্দুল লতীফের নিরপরাধ হত্যায় আফগানিস্তান সংক্রান্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়। ইহার পর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর আর একটি এলহামে (ঐশীবাণীতে) আল্লাতালা তাঁহাকে সংবাদ দেন যে আফগানিস্তানে আর তিন জন আহমদী বিনা অপরাধে নিহত হইবেন। এলহামটি এই, تین بکرے ذبح کئے جائیں گے অর্থাৎ 'তিনটি ছাগল জবাই করা হইবে।' এই দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ হইয়াছে। এই সময় আফগানিস্তানে আবার আহমদিগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হয়। আমীর আমানুল্লা খাঁর আদেশে প্রথমে আহমদী প্রচারক মৌলবী নেয়ামতুল্লা খাঁকে প্রস্তর আঘাতে নিহত করা হয়। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে মৌলবী আব্দুল হালীম ও মোল্লা নুর আলী সাহেবানকে নিহত করা হয়। ইহাদের একমাত্র অপরাধ এই ছিল যে ইহারা আহমদী ছিলেন এবং আহমদীয় মতবাদ প্রচার করিতেন।

স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এই উভয় ভবিষ্যদ্বাণীতেই নিহত ব্যক্তিগণকে 'ছাগল' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ছাগল একটি নিরীহ জীব। দৌরাত্ম্য তাহার প্রকৃতির বাহিরের জিনিষ। এই উপমায় আল্লাতালা বস্তুতঃ এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে এই পাঁচটি হত্যাই অন্যায় ও অত্যাচারমূলক হইবে এবং নিহত ব্যক্তিগণ কোরবাণীর পশুর ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্যনিষ্ঠার যুপকাষ্ঠে আত্মবলিদান করিবেন।

এই সমুদায় অত্যাচারমূলক হত্যার প্রথম ফল এই যে সাহেবজাদা অবদুল লতীফের হত্যাকারী আমীর হবিবুল্লা খাঁ তাঁহার আত্মীয়গণের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। আর পরবর্ত্তী তিন জন নিরপরাধ আহমদীকে হত্য

করিয়া যিনি দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ করিয়া ছিলেন, সেই আমীর আমানুল্লা খাঁ এক ভিস্তিওয়ালার পুত্রের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ভিস্তিওয়ালার পুত্র (বাচ্চায়ে সাকৃকা) একজন সামান্য সৈনিক মাত্র ছিল। কাবুল আক্রমণের সময় তাহার সহিত মাত্র তিন শত সৈন্য ছিল। এইরূপ একজন সামান্য সৈনিকের অধীন এত অল্প সংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে একজন প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ রাশি রাশি তোপ কামান গোলা বারুদ থাকা সত্ত্বেও নিজের সিংহাসন রক্ষা করিতে পারিলেন না! ইউরোপের দেশে দেশে বিপুল অভ্যর্থনা লাভের অব্যবহিত পরেই তিনি ইটালীর এক নিভৃত কোণে প্রবাসীরূপে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে বাধ্য হইলেন।

হবিবুল্লা খাঁ ওরফে বাচ্চায়ে সাকার প্রথমতঃ মাত্র তিন শত সৈন্য ছিল। আমীর আমানুল্লা খাঁর কাবুল ত্যাগের পর তাহার অধীন বহু সৈন্য জুটিয়া গিয়াছিল। এ দিকে আমীর আমানুল্লা খাঁ কান্দাহার অঞ্চলে আসিয়া এখানকার উপজাতিগুলির সাহায্যে স্বীয় নষ্ট শক্তি উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে দেশময় গৃহবিবাদের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। হাজার হাজার আফগানের প্রাণ নষ্ট হইতে লাগিল। অনুমান করা হয় যে এই গৃহবিবাদে প্রায় এক লক্ষ লোক মরিয়া ছিল। এইরূপে আফগানিস্তান সম্বন্ধে হজরত মসিহ মউদের (আঃ) আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি এই,

ریاست کابل میں قریب پچاسی ہزار ے آدمی مرینگے অর্থাৎ কাবুল রাজ্যে প্রায় পঁচাশি হাজার লোক মরিবে (১৫ই এপ্রিল, ১৯০৭)।

এই গৃহবিবাদের সময় লোকে অনুমান করিয়াছিল যে আফগানিস্তানে সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন শেষ হইয়া গেল। দেশের শাসনভার একটা নিরক্ষর মূর্খের হাতে পড়িয়াছে। রাজ্যশাসন বা রাজনীতির জ্ঞান

তাহার আদৌ নাই। ফলে দেশময় অনবরত লড়াই ঝগড়া হইতে থাকিবে এবং আফগান রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া পরে প্রতিবেশী রাজশক্তি-গুলির মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু এই গৃহ বিবাদের পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে খোদার বাণী এক ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ করিয়া ছিল, যিনি আফগানিস্তানের এই অশান্তি ও গৃহবিবাদ দূরীভূত করিয়া আবার শান্তি ও শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপন করিবেন। সেনাপতি নাদির খাঁই এই ব্যক্তি। এই সময় ইনি পীড়িত অবস্থায় ফ্রান্সে বাস করিতেছিলেন।

নাদির খাঁ একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। বাচ্চায়ে সাক্কার বিদ্রোহের সময় তাঁহাকে দেশে উপস্থিত করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু অসুস্থ থাকার জন্য তিনি যথাসময়ে আমীর আমানুল্লা খাঁর সাহায্যের জন্য দেশে পৌছিতে পারেন নাই। আর পারিবেনই বা কিরূপে যখন খোদার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল?

নাদির শাহ্ সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মসিহ মউদ (আঃ) ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়া ছিলেন। ইহা তাঁহার দুইটি এলহামে (ঐশীবাণীতে) নিবদ্ধ আছে। এই এলহাম দুইটি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এলহাম দুইটি এই :—

(১) مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى অর্থাৎ "যখন তুমি নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তুমি নিক্ষেপ কর নাই; বস্তুতঃ আল্লাই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন"।

(২) آه نادرشاه كہاں گیا "হায় নাদির শাহ্ কোথায় গেলেন?"

প্রথম এলহামটি প্রকৃতপক্ষে কোরআন শরিফের একটি আয়েত (বাক্য)। ইহা বদরের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করে। এই যুদ্ধের এক

পক্ষে ছিল মক্কার এক হাজার যুদ্ধপিপাসু সৈন্য, তাহাদের বিপুল যুদ্ধের উপকরণ, আর বহুদর্শী সেনাপতি। অন্যদিকে ছিলেন হজরত রসুলে করিম (ছঃ) আর তাঁহার তিনশত তের জন সঙ্গী। ইহাদের মধ্যে আবার অধিকাংশই ছিল যুদ্ধ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং অস্ত্রহীন। পুরাতন বা ধারশূন্য তলোয়ার ও ভাঙ্গা নেজা ছিল ইহাদের সম্বল। যুদ্ধের ঘোড়া বা উট অতি অল্প লোকেরই ছিল। এই দুই পক্ষে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, মক্কাবাসিগণ তাহাদের সংখ্যার প্রাচুর্য্য ও উৎকৃষ্টতর অভিজ্ঞতার ফলে মুসলমান যোদ্ধাগণকে হঠাইতে আরম্ভ করিল। হজরত রসুলে করিম (ছঃ) তখন আল্লার নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার আদেশে এক মুষ্টি ধূলি-কঙ্কর তুলিয়া শত্রু সৈন্যের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। এই ধূলি কঙ্কর নিক্ষেপ যেন স্বর্গের শক্তিকে ইঙ্গিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান দিগের পশ্চাদ্ভাগ হইতে প্রবলবেগে ঝড় বহিতে আরম্ভ করিল। রাশি রাশি বালি ও গুড়া পাথর উড়িয়া শত্রু সৈন্যের দৃষ্টিরোধ করিতে লাগিল। বিরুদ্ধ বাতাসের ফলে তাহাদের নিক্ষিপ্ত তীর মুসলমান সৈন্যগণ পর্য্যন্ত না পৌছিয়া বেকার অবস্থায় মাঝপথে পড়িতে আরম্ভ করিল। এইরূপে আল্লাতালা মুসলমানদিগকে বিজয়ী করিলেন এবং কাফেরগণকে পরাস্ত হইতে বাধ্য করিলেন। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া উল্লিখিত আয়েতে আল্লাতালা বলিতেছেন, "তুমি যখন কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়াছিলে, বস্তুতঃ তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাতালাই নিক্ষেপ করিয়াছেন। সেই হেতু কঙ্কর নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি ক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুর বিনাশের জন্য মুসলমানগণের সহিত যোগদান করিল।"

এলহামরূপে কোরআন শরিফের এই আয়েত হজরত মসিহ মউদের নিকট অবতীর্ণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে ভবিষ্যতে এইরূপ আর একটি ঘটনা ঘটিবে। তখন খোদার আদেশে ক্ষুদ্র একদল সৈন্য আর একদল শক্তিশালী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং সংখ্যার অল্পতা ও যুদ্ধোপকরণের

ন্যূনতা সত্ত্বেও তাহারা শক্তিশালী সৈন্যদলের উপর জয় লাভ করিবে। এই এলহাম হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করিমের (ছঃ) সহিত শত্রুতা করিয়া মক্কার কাফেরগণ যে প্রকারে শাস্তির পাত্র হইয়াছিল, তদ্রূপ এই সময়েও যে দুই পক্ষে যুদ্ধ হইবে তাহাদের এক পক্ষ আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সহিত শত্রুতা করিয়া শাস্তির পাত্র হইবে। অপর পক্ষ ধূলি-কঙ্করের ন্যায় হেয় হইলেও যেহেতু হজরত মসিহ মউদের (আঃ) প্রার্থনার ফলে তাহাদের উদ্ভব হইবে, তাহাদের ঐ সময়ের কাজ আল্লার একটি বাণীর সত্যতা সপ্রমাণ করিবে।

এখন লক্ষ্য করা উচিত যে মক্কার কাফেরগণের ন্যায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হত্যা করার মত অপরাধ গবর্ণমেণ্ট হিসাবে একমাত্র আফগান গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত জগতের আর কোন গবর্ণমেণ্টই করে নাই। দ্বিতীয়তঃ সাহেবজাদা আবদুল লতীফের হত্যার পর হজরত মসিহ মউদ (আঃ) আফগান গবর্ণমেণ্টকে যে প্রকারে অভিসম্পাৎ করিয়াছেন, তদ্রূপ অভিসম্পাৎও তিনি আর কোন গবর্ণমেণ্টকে করেন নাই। তাঁহার বদদোয়া বা অভিসম্পাতের ভাষা এই :—

شاهزادہ عبدالطیف کے لئے جو شہادت مقدر تھی وہ ہو چکی -
اب ظالم کا پاداش باقی ہے - اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ
جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى - (تذکرۃ الشہادتین - صفحہ ۵۸)

অর্থাৎ "শাহজাদা আবদুল লতীফের পক্ষে বিনা অপরাধে নিহত হওয়া আল্লার বিধান ছিল, তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন অত্যাচারীর প্রতিফল অবশিষ্ট আছে। যে ব্যক্তি অপরাধীরূপে আল্লার সমীপে আনীত হইবে, তাহার জন্য এমন এক নরক নির্দ্দিষ্ট আছে যেখানে সে না মরিবে না জীবিত থাকিবে।"

এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে 'না মরা না বাঁচার' অবস্থা বলিতে অপমান ও লাঞ্ছনার অবস্থা বুঝায়। অপদস্থ ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে একদিকে যেমন জীবিত বলা চলেনা—কারণ তাহার ক্ষমতা ও গৌরব কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তদ্রূপ তাহাকে মৃতও বলা চলে না, যেহেতু তখনও তাহার শ্বাসক্রিয়া চলিতেছে। অতএব এই বদদোয়ার ফল এইরূপ হওয়াই সম্ভব ছিল যে আমীর হবিবুল্লা খাঁ বা তাহার বংশধরগণ জীবিত থাকিয়াই মৃতের ন্যায় ক্ষমতা ও গৌরব শূন্য হইতে বাধ্য হয়। ফলকথা, একমাত্র আফগান গবর্ণমেণ্টই যে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতি মক্কার কাফেরগণের ন্যায় অত্যাচার করিয়াছে এবং হজরত মসিহ মউদ (আঃ) যে একমাত্র আফগান গবর্ণমেণ্টকেই এইরূপ বদদোয়া (অভি-সম্পাৎ) করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং উল্লিখিত এলহামটি এই গবর্ণমেণ্টের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে।

এলহামটিতে এসলামী সৈন্যের উল্লেখ নাই; মাত্র কঙ্কর নিক্ষেপের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে আফগানিস্তানের এই বিপ্লব আহমদী সৈন্যের দ্বারা ঘটিবে না। যাহাদের দ্বারা আল্লাতালা এই কাজ করাইবেন, তাহারা কঙ্কর সদৃশ হইবে অর্থাৎ গৌরব করিবার মত তাহাদের নিজস্ব কোন গুণ থাকিবে না; ঐশী নিদর্শন পূর্ণ করিবার জন্য তাহারা একটা নিমিত্ত মাত্রের কাজ দিবে। তাহারা কঙ্করের ন্যায় হেয় হইবে, অথচ আল্লাতালা তাহাদের দ্বারা বদর যুদ্ধের ন্যায় বিরাট নিদর্শন দেখাইবেন। অন্য কথায় তাহারা সংখ্যায় অল্প ও যুদ্ধের উপকরণ বিহীন হইবে; আর তাহাদের বিপক্ষগণ সংখ্যায় অধিক ও যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত হইবে। ইহা সত্ত্বেও আল্লার এক নবীর দোয়ার ফলে তুচ্ছ কঙ্কর সদৃশ হইয়াও তাহারা একটি শাসনতন্ত্র ও উহার পরিচালকবর্গকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে।

এখন ঘটনাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখা যাউক। হবিবুল্লা খাঁ

তাহার দুষ্কার্য্যের জন্য অনুশোচনা করিল না। ফলে তাহারই ভাইদের দ্বারা আল্লাতালা তাহাকে হত্যা করিলেন। ইহার পর আমীর আমানুল্লা খাঁ বাদশাহ হইলেন। পিতার ন্যায় ইনিও তিনজন আহমদীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিলেন। খোদার ক্রোধ চরমে উঠিল। তিনি এই রাজপরিবারের নৃশংস অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার ব্যবস্থা করিলেন। হজরত মসিহ মউদকে (আঃ) ইতপূর্ব্বে যে সংবাদ দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী বাচ্চায়ে সাক্কাকে বদর যুদ্ধের আসহাবগণের তুল্যসংখ্যক মাত্র তিন শত সৈন্য সহ আমানুল্লা খাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করিলেন। আমানুল্লা খাঁর সুদৃঢ় দুর্গ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। যুদ্ধের সাজসজ্জাহীন মাত্র তিন শত অশিক্ষিত সৈন্যের আক্রমণে তাহার রাজশক্তি চূর্ণ হইল। জগদ্বাসী আবার বদর যুদ্ধের দৃশ্য দেখিল। "পবিত্র সেই সর্ব্বশক্তিমান, যাহার প্রভুত্ব সর্ব্বত্র বিদ্যমান।" فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير-
কঙ্কর ও ধূলিকণার আঘাতে দুর্গের সুদৃঢ় প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গেল! দমকা বাতাসে তোপের শক্তি ব্যর্থ হইল!! এ ব্যাপার সাধারণ নহে। ইহা ঐশী শক্তির একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। অহো, যাহাদের চক্ষু আছে দেখ। যাহাদর কর্ণ আছে শ্রবণ কর। আর যাহাদের হৃদয় আছে বিশ্বাস কর। খোদার অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হইতে পারিবে।

বাচ্চায়ে সাক্কার নিকট আমানুল্লা খাঁর পরাজয়ে আল্লার বাণী পূর্ণ হইয়া গেল। বাচ্চায়ে সাক্কারূপী কঙ্করের কাজ শেষ হইয়াছে। কঙ্করের এখন কঙ্করেই পরিণত হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে আল্লার নিকট হজরত মসিহ মউদ (আঃ) প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমীর হবিবুল্লা খাঁ যেন "না মরা না বাঁচা" অবস্থায় থাকেন। এই প্রার্থনা অনুযায়ী হবিবুল্লা খাঁর বংশধরগণের রাজ্যহারা হইয়া ক্ষমতা ও গৌরব শূন্য অবস্থায় বাঁচিয়া

থাকা আবশ্যক। বাচ্চায়ে সাক্কা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে আমনুল্লা খা রাজ্য উদ্ধারের অনেক সুযোগ পাইতেন। কারণ, বাচ্চায়ে সাক্কার রাজ্য শাসন করিবার মত যোগ্যতা ছিল না। তদুপরি সে ক্রুর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিল। তাহার সহকারিগণ কঙ্করের ন্যায় লোকের গায়ে বিঁধিতে জানিত। দেশের জন্য হিতকর কাজ করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। অধিকন্তু ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ করিবার জন্য খোদা তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। উহা পূর্ণ হওয়ার পর সে এখন খোদার বিশেষ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। বিধির বিধানে বাচ্চায়ে সাক্কার জন্য যে কাজ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা সে সমাধা করিয়াছে। এখন আল্লাতালা আমীর হবিবুল্লা খাঁকে জীবিত থাকিতেই মৃতবৎ অক্ষম করিয়া হজরত মসিহ মউদের (আঃ) ইচ্ছা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই কাজের জন্য তিনি নাদির খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। প্রথম এলহামটি যে দিন অবতীর্ণ হইয়াছিল, ঠিক সেই দিনই আর একটি এলহামে তাঁহাকে এই ব্যবস্থার সংবাদ জানাইয়া ছিলেন। দ্বিতীয় এলহামটি এই :—آہ نادر شاہ کہا گیا "হায় নাদির শাহ কোথায় গেলেন ?" এই দ্বিতীয় এলহামে সংবাদ দেওয়া হইল যে উল্লিখিত ঘটনার পর নাদির আফগানিস্তানের বাদশাহ হইবেন। বাদশাহ হওয়ার পর এক আকস্মিক বিপদে তাহার প্রাণ নাশ হইবে। তখন দেশের সমস্ত লোক বলিয়া উঠিবে, "হায় নাদির শাহ কোথায় গেলেন!" ঘটনা এইরূপই হইয়াছে। নাদির খাঁর নিকট বাচ্চায়ে সাক্কা পরাজিত হইল। তিনি আফগানিস্তানের বাদশাহ হইলেন। এইরূপে ১৯০৫ সনের ৩রা মে তারিখের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। অন্য দিকে আমানুল্লা খাঁ যাহাতে পুনরায় বাদশাহ হইতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া আল্লাতালা এই আসমানী ফয়সালা জারি করিলেন

যে হবিবুল্লা খার বংশধরগণ জীবিত থাকিতেই মৃতবৎ ক্ষমতাশূন্য হইবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে এক দিকে যেমন সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে কঙ্কর (বাচ্চায়ে সাক্কা) তাহার কাজ শেষ করার পর নাদির নামক এক ব্যক্তি বাদশাহ হইবেন এবং হবিবুল্লা খাঁর বংশধরগণ চিরকালের জন্য কাবুলের সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইয়া لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى অর্থাৎ 'মরিবেও না বাঁচিবেও না' অবস্থায় জীবিত থাকিবে, তদ্রূপ ইহাতে এ সংবাদও দেওয়া হইয়াছিল যে বাদশাহ হওয়ার পর নাদির শাহ যখন ইহ-লোক ত্যাগ করিবেন, তখন দেশবাসিগণ তাঁহার ন্যায় গুণসম্পন্ন বাদশাহের আবশ্যকতা অনুভব করিতে থাকিবে। পাঠকগণ অবগত আছেন যে গত ৮ই নবেম্বর (১৯৩৩ খৃঃ অঃ) ভবিষ্যদ্বাণীর এই অংশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঐদিন এক ফুটবল প্রতিযোগীতার পারিতোষিক বিতরণের সময় দেশ ও জাতির শত্রু এক যুবক তিন বার পিস্তল চালাইয়া দেলকোশা মহলে নাদির শাহকে নিহত করে। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ —আমরা সকলেই খোদার নিকট হইতে আসিয়াছি এবং পরিণামে তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে।

অহো যাহাদের হৃদয়ে অনুমাত্র ঈমানও (বিশ্বাস) আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আল্লার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এই ঘটনা কি যথেষ্ট নহে? হজরত মসিহ মউদের (আঃ) সত্যতা বুঝিবার জন্য এই ভবিষ্যদ্বাণী কি যথেষ্ট নহে? ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে পূর্ণ হইল। এই ঘটনা কি এ কথা প্রমাণ করে না যে আমাদের খোদা জীবন্ত খোদা—তিনি যে ভাবে হজরত আদমের সহিত কথা বলিতেন, হজরত নুহের সহিত কথা বলিতেন, হজরত এবরাহিমের সহিত কথা

বলিতেন, হজরত মুসার সহিত কথা বলিতেন, হজরত ঈসার সহিত কথা বলিতেন এবং সর্ব্বশেষে ও সর্ব্বাধিক মহিমান্বিতভাবে নবীকুল শিরোমনি হজরত মহাম্মদ মস্তফার (ছঃ) সহিত কথা বলিয়াছেন, সেই খোদা এখনও তাঁহার প্রিয়পাত্রগণের সহিত কথা বলেন? এখনও তিনি ইসলামের সপক্ষে তাঁহার নিদর্শন প্রকাশ করেন। দেখ, যে ভবিষ্যদ্বাণীটি এখন পূর্ণ হইল, তাহা কত মহিয়সী। একটু ধৈর্য্যের সহিত আলোচনা কর, এই একই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে বহু ভবিষ্যদ্বাণীর সমাবেশ দেখিতে পাইবে। যথা :—

(১) হজরত মসিহ মউদ (আঃ) যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন, নাদির খাঁ তখন একজন তরুণ বয়স্ক শিক্ষার্থী। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, সেই পরিবারের অবস্থা ঐ সময় অতি শোচনীয় ছিল। তখন তাহার পক্ষে আফগান সরকারে কোন উচ্চপদ লাভের আশাও ছিল না। আমীর আবদুর রহমান খাঁর রোষে পড়িয়া এই পরিবার এক সময় দেশান্তরিত হইয়াছিল। অতঃপর আমীর হবিবুল্লা খাঁর নিকট ক্ষমা লাভ করিয়া ভবিষ্যদ্বাণীর অতি নিকটবর্ত্তী সময়ে পুনরায় এই পরিবার কাবুলে প্রবেশ লাভ করে। দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল দেশান্তরিত থাকার ফলে ঐ পরিবারের তখন রাজদরবারে প্রতিপত্তিলাভের কোন আশা ছিল না। নাদির আফগান গবর্ণমেণ্টের সমর বিভাগে নিযুক্ত হইলেন। আল্লাতালা তাঁহাকে অসামান্য ধীশক্তি দান করিয়া ছিলেন। সমর বিভাগে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন এবং আল্লাতালা তাহার উন্নতির পথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। আফগানিস্তানের দক্ষিণ প্রদেশে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহে যখন রাজকীয় সৈন্য পরাজিত হইল, তখন বিদ্রোহ দমনের ভার নাদির খাঁর হস্তে ন্যস্ত হইল। আল্লাতালা এই কাজে তাহাকে অসাধারণ সফলতা দান করিলেন। ফলে

পদোন্নতি লাভ করিয়া তিনি আফগানিস্তানের এক জন যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

(২) আমীর হবিবুল্লা খাঁ হঠাৎ কাবুলের বাহিরে নিহত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইনায়েতুল্লা খাঁ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমীর নসরুল্লা খাঁ এই হত্যার সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ফলে ইনায়েতুল্লা খাঁ বাদশাহ হইতে পারিলেন না। দেশে বিশৃঙ্খলা হইবার আশঙ্কায় এবং ইনায়েতুল্লা খাঁ ও (তাহার খুল্লতাত ও শ্বশুর) আমীর নসরুল্লা খাঁ আমীর হবিবুল্লা খাঁর হত্যাঘটিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এইরূপ সন্দেহ বশতঃ আমানুল্লা খাঁকে আমীর করা হইল। নাদির খাকেও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া সন্দেহ করা হইয়া ছিল এবং আমানুল্লা খা তাহাকে অন্তরীণে রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু বাদশাহ হইবার সময় শাহ গাশী আবদুল কুদ্দুস নামক নাদিরের জনৈক আত্মীয়ের নিকট সাহায্য পাইয়া ছিলেন বলিয়া কয়েক দিন অন্তরীণে রাখার পর আমানুল্লা খাঁ নাদিরকে মুক্ত করেন এবং পুনরায় তাঁহাকে তাঁহার নিজ পদে বহাল করেন। ইহার অব্যবহিত পরে ইংরাজ ও আফগানে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। এই যুদ্ধে নাদির এমন বিরাট সফলতা লাভ করেন যে তাঁহাকে যুগপৎ প্রধান সেনাপতি ও সমর সচীবের পদ প্রদান করা হইল। অধিকন্তু, তিনি স্বীয় যোগ্যতার জন্য দক্ষিণ প্রদেশ বাসীর নিকট প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এইরূপে আল্লাতালা তাঁহাকে সিংহাসনের আরও নিকটবর্ত্তী করিয়া দিলেন।

(৩) এলহামে নাদিরকে "শাহ" বলা হইয়াছে। এলহাম প্রকাশের সময় আফগানিস্তান একটি অধীন রাজ্য ছিল। আফগানিস্তান স্বাধীন হওয়ার পূর্ব্বে সর্দ্দার নাদির যদি সিংহাসন অধিকার করিতেন, তাঁহাকে আমীর নাদির খাঁ বলা যাইত, "নাদির শাহ" বলা যাইত না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে এমন একটি পরিবর্ত্তনের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যাহার ফলে আফগানিস্তান একটি স্বাধীন রাজ্যে

পরিণত হইবে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন এই এলহাম অবতীর্ণ হয়, তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভ করিবে। রুষ গবর্ণমেণ্টের ভয় ভারত গবর্ণমেণ্টের এত বেশী ছিল যে ইংরাজ কিছুতেই আফাগানিস্তানকে একটি স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমীর আবদুর রহমান খাঁর মত প্রবল শাসনকর্ত্তাও ইংরাজের নিকট আফগানিস্তানের স্বাধীনতার দাবী করিতে সাহস করেন নাই। আর আমীর হবিবুল্লা খাঁর স্বাধীনতা লাভের শক্তিই বা কোথায় ছিল? তিনি ত পিতার তুলনায় ইংরাজের সহিত সংস্রব বাড়াইয়া তুলিয়া ছিলেন। ইংরাজ সরকারও তাহার বৃত্তির পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার সময়ে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে আফগানিস্তান স্বাধীন হইবে এবং উহার আমীর বাদশাহ হইবেন। মানববুদ্ধি যখন এইরূপ পরিবর্ত্তনের কল্পনাও করিতে পারে নাই, তখন হজরত মসিহ মউদের (আঃ) উল্লিখিত এলহামে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে আফগানিস্তান স্বাধীন হইবে, উহার আমীর বাদশাহ বলিয়া পরিচিত হইবে এবং খোদাতালার একটি বিশেষ অভিজ্ঞানরূপে নাদির নামক একজন সাধারণ সৈনিক কর্ম্মচারী বাদশাহ হইবেন। ভবিষ্যদ্বাণীর অন্যান্য অংশ ছাড়িয়া দিয়া শুধু এইটুকুই দেখ—কেমন করিয়া ইহাতে একটি অধীন দেশের স্বাধীনতা লাভের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আবার যাহার সময়ে অধীন দেশ স্বাধীন হইল, তাহার পতনের সংবাদও দেওয়া হইয়াছে। তদুপরি যে নাদির ও সিংহাসনের মধ্যে বহু যোগ্যতর লোকের ব্যবধান ছিল, সেই নাদিরের সিংহাসন লাভের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আরও দেখ, ঘটনার পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা কি একটি জীবন্ত নিদর্শন নহে? মানববুদ্ধি এই ভাবিষ্যদ্বাণীর অলৌকিকতা স্বীকার করিতে বাধ্য নহে কি?

(৪) বাচ্চায়ে সাক্কার বিদ্রোহের সময় নাদির খাঁ পীড়িত অবস্থায়

ফ্রান্সে ছিলেন। দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তিনি সেখান হইতে ভারত পর্য্যন্ত পৌছিলেন কিন্তু এখানে পৌছিতেই আবার তাঁহার পীড়া বাড়িয়া উঠিল এবং তিনি কিছুকাল পেশাওরে পড়িয়া রহিলেন। ফলে তিনি আমানুল্লা খাঁর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত হইতে পারিলেন না। নাদির যদি পীড়িত না হইতেন এবং আমানুল্লা খাঁর উপস্থিতি কালে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতে পারিতেন, সিংহাসন নিশ্চয়ই আমানুল্লা খাঁ পাইতেন। নাদির বাদশাহ হইতে পারিতেন না। কিন্তু আল্লাতালা তাঁহাকে পীড়িত রাখিলেন এবং আমানুল্লা খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন না করা পর্য্যন্ত বিজয় লাভ হইতে তাঁহাকে দূরে রাখিলেন। ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিবার জন্য আল্লা এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থাই একটি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞনা বা ঐশী নিদর্শন।

(৫) নাদির শাহ যখন বাচ্চায়ে সাক্কার কবল হইতে আফগানিস্থানকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন, তাঁহার তখনকার ঘোষণাগুলি আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে তখন পর্য্যন্ত তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই যে পরিণামে তিনিই বাদশাহ হইবেন। আমানুল্লা খাঁ যতদিন দেশে ছিলেন, ততদিন তিনি তাঁহারই পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। আমানুল্লা খাঁর দেশ ত্যাগের পর তিনি ঘোষণা করিয়া আসিতেছিলেন যে তাঁহার বাদশাহ হইবার ইচ্ছা নাই। দেশের লোক যাহাকে নির্ব্বাচন করিবেন, তিনিই বাদশাহ হইবেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করিবার সময়ও নাদির শাহ তাঁহার পক্ষে বাদ-শাহ হওয়া সম্ভব মনে করেন নাই। এ দিকে ভবিষ্যদ্বাণী লক্ষ্য কর। ঠিক পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৫খৃষ্টাব্দে ভবিষ্যদ্বাণীতে নাদিরের বাদশাহ হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছিল।

(৬) নাদির শাহ যখন খোস্ত প্রদেশে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার অবস্থা এতদূর শোচনীয় ছিল যে একটি প্রেস স্থাপনের ক্ষমতাও

তাঁহার ছিল না। এই সময় তিনি দেশবাসীকে প্রকৃত অবস্থা জানাই-বার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা দামের একটি সাইক্লোষ্টাইল প্রেস ক্রয় করেন। যুদ্ধের সময় এই প্রেসে তাঁহার 'এছলাহ' নামক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইত। যুদ্ধের যাবতীয় উপকরণ ও সৈন্য থাকা সত্ত্বেও আমীর আমানুল্লা খাঁর মত বাদশাহকে যাহার নিকট পরাস্ত হইতে হইয়াছিল, সেই বাচ্চায়ে সাক্কাকে নাদির শাহের পক্ষে এইরূপ সামান্য সাজ সরঞ্জাম লইয়া পরাজিত করা সহজ ব্যাপার ছিল না। এই অবস্থায় বাচ্চায়ে সাক্কার পরাজিত হওয়াই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। সহায়-সম্বলহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা ও গৃহবিবাদ সত্ত্বেও নাদির শাহের পক্ষে বাচ্চায়ে সাক্কাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হওয়া একমাত্র আল্লার অনুগ্রহেই সম্ভব হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিবার জন্য আল্লা নাদির শাহের প্রতি এইরূপ অভাবনীয় অনুগ্রহ দেখাইয়া ছিলেন।

(৭) নাদির খাঁ ঘোষণা করিয়া ছিলেন যে বাদশাহ হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই। দেশবাসী যে ব্যবস্থা করিবেন, তিনি তাহাই স্বীকার করিবেন। কার্য্যতঃ তিনি এইরূপই করিয়া ছিলেন এবং যথা সময়ে দেশবাসীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এই সময় অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিল যে বাচ্চায়ে সাক্কার বিদ্রোহ দমিত হইলে আমানুল্লা খাঁকে আবার সিংহাসনে বসান হইবে। অথবা তাঁহার কোন কোন কাজের জন্য লোকে যদি তাঁহাকে পছন্দ না করে, তবে রাজ পরিবারের অন্য কাহাকেও বাদশাহ করা হইবে। রাজপরিবারের বহু লোক জীবিত ছিল। দেশের আমীর ওমরাহগণের মধ্যেও পরস্পর হিংসা ও প্রতিযোগীতা থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং লোকে অন্যরূপ সম্ভব মনে করিতে পারে নাই। কিন্তু বিধির বিধান কে উল্টাইতে পারে? যে নাদিরকে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে আল্লাতালা

সিংহাসন দান করিয়া ছিলেন, আমীর হবিবুল্লা খাঁর বংশধরগণকে لا يموت ولا يحيى, "না মরা না বাঁচা" অবস্থায় রাখিবার জন্য আল্লাতালা যে নাদিরকে নির্দ্দিষ্ট করিাছিলেন, সিংহাসন দানের সময় সেই নাদিরকে কে অগ্রাহ্য করিতে পারে? খোদার ব্যবস্থায় যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, পরিণামে তাহাই ঘটিল। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও নাদির বাদশাহ নির্ব্বাচিত হইলেন। ভবিষ্যদ্বাণীর পঁচিশ বৎসর পর তাহাই ঘটিল যাহা ঘটনার ছয় মাস পূর্ব্বেও কেহ সম্ভব মনে করে নাই। বাদশাহ নির্ব্বাচনের ভার দেশবাসীর হাতে দেওয়া হইয়াছিল। নির্ব্বাচনে নাম তাহারই উঠিল। দেশবাসী তাঁহাকেই বাদশাহ করিল। এই দায়ীত্ব সম্পাদনের জন্য তিনিই উপযুক্ত বিবেচিত হইলেন। খোদাতালা যাহাকে উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দেশবাসীর নিকট তিনি ব্যতীত আর কে উপযুক্ত বিবেচিত হইতে পারেন?

(৮) নাদির খাঁর নাদির শাহ হইতে আর একটি পর্য্যায় বাকী আছে। সন্দেহ নাই, আফগানিস্তান এই সময় একটি স্বাধীন রাজ্য। এই রাজ্যের আমীরকে এখন বাদশাহ বলা হয় এ কথাও সত্য। স্বাধীন রাজ্যের অধিপতিরূপে নাদির এখন 'শাহ' হইয়াছেন' ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এলহামে তাহার নাম বাদশাহ নাদির খাঁ বা নাদির খাঁ বাদশাহ বলা হয় নাই, নাদির শাহ বলা হইয়াছিল। নাদিরকে নাদির খাঁ বাদশাহ বলা হইলেও বুদ্ধিমান লোকদের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই বিবেচিত হইত। কারণ, নাদির খাঁ বাদশাহকে সংক্ষেপে নাদির শাহ বলা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করাই আল্লার অভিপ্রেত ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক আশ্চর্য্য ব্যবস্থা করিলেন। নাদিরের মনে ইচ্ছা জাগিল, তিনি নাদির শাহ নামে জগতের নিকট পরিচিত হইবেন।

চিন্তাশীল পাঠকগণ, একবার ভাবিয়া দেখুন। নাদিরের হৃদয়ে এইরূপে নাম পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা জাগরিত হওয়া একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে কি? বাদশাহ হওয়ার পর নামের আগে বা পরে 'শাহ' ব্যবহার করিবার প্রথা প্রচলিত আছে; মূল নাম বা বংশগত উপাধির পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায় না। নাদির খাঁর নাম ছিল নাদির এবং বংশগত উপাধি ছিল খাঁ। 'খাঁ' শব্দ বাদশাহ এমন কি শাহানশাহের নামের সহিতও ব্যবহৃত হইতে পারে। অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর চেঙ্গিজ তাঁহার শাহী নামের সহিত 'খাঁ' শব্দ ব্যবহার করিতেন। চোগতাই বংশের অনেক বাদশাহ তাঁহাদের নামে 'সুলতান' শব্দের সহিত 'খাঁ' শব্দেরও ব্যবহার করিতেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিন বুরাক খাঁ, সুলতান মহাম্মদ খাঁ, সুলতান আহমদ আউলজা খাঁ প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ নাম। আফগানিস্তান যাহার সময় স্বাধীন হইল এবং শাহ বলিয়া পরিচিত হইবার যাহার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল, সেই অমীর আমানুল্লা খাঁকেও বাদশাহ আমানুল্লা খাঁ বলা হইত। নাদির খাঁ কেন এইরূপে বাদশাহ নাদির খাঁ বলিয়া পরিচয় দিলেন না? বংশগত উপাধি পরিত্যাগ করিয়া তিনি নাদির শাহ হইলেন কি উদ্দেশ্যে? হে সত্যাভিলাষী বন্ধুগণ, "হায় নাদির শাহ কোথায় গেলেন" এই কথাগুলি যিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে হজরত মসিহ মউদের (আঃ) প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন, ইহা যে সেই সর্ব্বশক্তিমান খোদারই কাজ, এ কথা অস্বীকার করিতে পার কি? এই ভবিষ্যদ্বাণীতে নাদির খাঁর নাম যিনি নাদির শাহ রাখিয়া ছিলেন, তিনিই নাদির খাঁ ও তাঁহার পারিষদবর্গের অন্তরে নাম পরিবর্ত্তনের এই ইচ্ছা জাগাইয়া ছিলেন। শাহ উপাধি নামের পূর্ব্বেও হইতে পারে, পরেও হইতে পারে। আমানুল্লা খাঁ বাদশাহ হইলেন কিন্তু নিজের নাম আমানুল্লা শাহ রাখিলেন না। বাদশাহের নামের সহিত খাঁ উপাধি যুক্ত হওয়া

অশোভনীয়ও নহে। ইহা সত্ত্বেও নাদির খাঁ ও তাঁহার পারিষদবর্গ ইচ্ছা করিলেন যে নাদির খাঁ অতঃপর নাদির শাহ নামে পরিচিত হইবেন। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নাদির খাঁ শুধু বাদশাহই হইলেন না, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া নাদির শাহ হইয়া গেল।

কোন কোন অজ্ঞ লোক আপত্তি করে যে ভবিষ্যদ্বাণীতে নাদির খাঁকে নাদির শাহ বলা হইল কেন? ইহারা ভুলিয়া যায় যে নাদির খাঁর নাম পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নাদির শাহ। মৌলবী ছানাউল্লা প্রমুখাৎ আহমদিয়তের যে সকল বৈরী এই আপত্তি করে, স্বয়ং তাহাদের সংবাদ পত্রেও নাদির শাহ লেখা হয়। যাবতীয় ইংরাজী সংবাদ পত্রেও নাদির শাহ লেখা হয়। আফগানিস্তানের লোকেরাও নাদির শাহ বলিয়া থাকে। স্বয়ং আফগান গবর্ণমেণ্টও ইহাই চায়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বরের "দৈনিক সিয়াসতে" এই পত্রিকার সত্বাধিকারীর সহিত সর্দ্দার ওয়ালী খাঁ সাহেবের নিম্নলিখিত কথোপ-কথন প্রকাশিত হইয়াছিল :—

> "ভারতবর্ষে আলা হজরতের নাম লিখিতে ভুল দেখা যায়। যে দিন তিনি রাজ্যভার গ্রহণের ঘোষণা করেন, সেই দিন তিনি খাঁর স্থলে 'শাহ' হইলেন। এখন তাঁহার নাম নাদির শাহ শাহে আফগানিস্তান।" (আলফজল, ২৬শে মার্চ্চ, ১৯৩০)।

এই প্রমাণ হইতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে নাদির খাঁর নামই নাদির শাহ রাখা হইয়াছে এবং 'শাহ' শব্দটি নামেরই একটি অংশে পরিণত হইয়াছে। কারণ সর্দ্দার শাহ ওয়ালী খাঁ বলেন যে এখন তাঁহার নাম "নাদির শাহ শাহে আফগানিস্তান" অর্থাৎ আফগানিস্তানের বাদশাহ নাদির শাহ। 'শাহ' শব্দের দুইবার ব্যবহার করিয়া এই কথাই ব্যক্ত করা হইয়াছে যে প্রথম বারের 'শাহ শব্দটি তাঁহার নামের অংশ। অতএব

দেখা যাইতেছে যে খোদাতালা তাঁহার বাণী পূর্ণ করিবার জন্য নাদির খাঁর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নাদির শাহ রাখিয়াছেন।

হে সত্যপিপাসুগণ, এই নাম পরিবর্ত্তন একটা সাধারণ ব্যাপার নহে। নাদির শাহের বাদশাহ হওয়ার পরেও নামের এইরূপ পরিবর্ত্তন অসম্ভব মনে হইয়া ছিল। আহমদীয়া সেলসেলার ঘোর শত্রু 'আহলে-হাদিস' নামক সংবাদ পত্র এবিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছিল ঃ—

> "আফগানিস্তানে নাদির শাহ বলা হয় কি? আফগনিস্তানের পরিভাষায় বাদশাহকে কখনও শাহ বলা হইয়াছে কি? আবদুর রহমান শাহ, হবিবুল্লা শাহ, আমানুল্লা শাহ, কেহ কখনও এইরূপ শুনিয়াছে কি? ঐ দেশে ত বাদশার জন্য শাহ উপাধির ব্যবহারই নাই। এমন কি ভারতবর্ষেও কোন প্রামাণিক লেখার মধ্যে হবিবুল্লা শাহ, আমানুল্লা শাহ প্রভৃতি পাওয়া যায় না। এই এলহাম যদি আফগানিস্তানের অন্তরের কথা প্রকাশ করিত, তবে শাহ উপাধির পরিবর্ত্তে নাদির খাঁ বলা হইত। ইহা হইতে বুঝাযায় যে নাদির শাহ সংক্রান্ত এলহাম অন্য কোন সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, আমীর নাদির খাঁর প্রতি ইহার প্রয়োগ হইতে পারে না।"

মনে হয় আল্লাতালাই মৌলবী ছানাউল্লা সাহেবের কাগজ আহলে-হাদিসে এই কথাগুলি লেখাইয়াছেন। এইরূপ ঘোর বিরুদ্ধবাদী পত্রিকাও স্বীকার করিতেছে যে নাদির খাঁর পক্ষে নাদির শাহ হওয়া আফগান জাতির ভাষা, ইতিহাস ও প্রচলিত প্রথার বিরোধী। আমরাও স্বীকার করি যে বাস্তবিকই এইরূপ হওয়া একটা আশাতীত ব্যাপার। আফগানিস্তানের আমীরগণ যে শাহ নামে অভিহিত হইতেন না, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাদশাহ হইয়া আমানুল্লা খাঁও যে আমানুল্লা শাহ নামে পরিচিত হন নাই, এ কথাও ঠিক। তিনি শাহ আমানুল্লা বা

বাদশাহ আমানুল্লা খাঁ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আবার এ কথাও সত্য যে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে নাদির খাঁকে নাদির শাহ শাহে আফগানিস্তান নামে অভিহিত করিবার ধারণা আফগান জাতির কল্পনায় আসা অস্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ঘটনা এইরূপই দাঁড়াইল যে নাদির খাঁ বাদশাহ হওয়ার পর নাদির শাহ শাহে আফগানিস্তান নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের সংবাদ পত্র সমূহ তাঁহাকে নাদির শাহ নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছে। তাহার ভাই ও আফগান মন্ত্রী সর্দ্দার শাহ ওয়ালী খাঁর উক্তি হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে আফগান গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জন্য এই নামই নির্দ্ধারিত করিয়া ছিলেন।

হে ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিগণ, একদিন মরিতে হইবে এবং মৃত্যুর পর আবার জীবিত হইতে হইবে। আল্লার দোহাই তোমরা আমাকে বলিয়া দাও কোন সেই শক্তি যাহা এই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়াছে ? মৌলবী ছানা উল্লার মত ঘোর বৈরীর কাগজেও যে ব্যপারকে অসম্ভব বলা হইয়াছে, বাহ্যদৃষ্টিতেও যাহা একটি অসম্ভব ব্যাপার ছিল, তাহা কি সেই অনন্ত শক্তিশালী খোদাই সম্ভব করেন নাই, যিনি পূর্ণ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নিকট অবতীর্ণ বাণীতে নাদির খাঁকে নাদির শাহ নামে অভিহিত করিয়া ছিলেন ? স্বচক্ষে দেখার পরও কি তোমরা এইরূপ একটি প্রবল নিদর্শন অস্বীকার করিতে থাকিবে ? এখনও কি তোমরা খোদার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষকে মানিয়া লইবে না ? এখনও কি তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত সন্ধি স্থাপন করিবে না ? এখনও কি তোমরা নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের অন্ধকার গর্ত্তে নিমজ্জিত থাকিবে ? যে ব্যাপারের অসম্ভব হওয়া শত্রুগণও স্বীকার করিয়াছে, তাহা সম্ভবে পরিণত হওয়ার মত একটি প্রবল নিদর্শনীও কি তোমাদের বুঝিবার জন্য যথেষ্ট নহে ?

ইহা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে বলিয়া দাও তোমরা খোদার নিকট কিরূপ ব্যবহার পাইবার প্রত্যাশা কর?

(৯) আফগানিস্তানের মত দেশে বাদশাহ হওয়ার পরেও কোন স্থিরতা নাই। এখানকার লোক সহজেই উত্তেজিত হয় এবং ইহাদের ভালবাসা সত্বর শত্রুতায় পরিণত হয়। বাদশাহ হওয়ার পর নাদির শাহ যদি অখ্যাতি অর্জ্জন করিতেন অথবা শান্তি স্থাপনে অসমর্থ হইতেন এবং দেশে অশান্তি ও গৃহবিবাদ বাড়িয়া যাইত, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই ছিল না। কিন্তু آہ نادرشاہ کہاں گیا—"হায় নাদির শাহ কোথায় গেলেন," এই বাণী হইতে বুঝা গিয়াছিল যে তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহার কাজ মূল্যবান বিবেচিত হইবে এবং তাঁহার মৃত্যুতে সকলে শোকসন্তপ্ত হইবে। এই ব্যাপার স্বতঃই একটি নিদর্শনী। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একজন সাধারণ লোকের বাদশাহ হইবার সংবাদ দেওয়াই একটি বৃহৎ ব্যাপার। তার উপর সঙ্গে সঙ্গে যদি এ সংবাদও দেওয়া হয় যে তিনি পুরাতন রাজবংশকে বিতাড়িত করিয়া বাদশাহ হইবেন, একটি সংস্কার বিরোধী জাতির মধ্যে দেশ হিতকর সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি প্রীতিভাজন হইবেন এবং তাহার মৃত্যুতে দেশবাসী শোকে আর্ত্তনাদ করিবে, তাহা হইলে নিদর্শনীটি এত প্রবল হইয়া উঠে যে কেহই উহার বিরাট মহত্ত্ব অস্বীকার করিতে পারে না।

স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ভবিষ্যদ্বাণীর এই অংশটি দুইবার পূর্ণ হইয়াছে। বাচ্চায়ে সাক্কার বিদ্রোহের সময় আমীর আমানুল্লা খাঁ ও তাঁহার পারিষদ-বর্গ এবং জনসাধরণ সকলেই বলিয়াছিল, হায় আজ যদি নাদির খাঁ উপস্থিত থাকিতেন, তবে দেশ রক্ষা পাইত। এই সময় একবার এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল। অবশ্য নাদিরের নাম তখন নাদির শাহ ছিল না। কিন্তু ঐশীবাণীতে কখন কখন ভাবী নাম ধরিয়া স্মরণ করিবার রীতি আছে। কোরআন শরিফে বলা হইয়াছে 'আমরা

লোকদিগকে فلك المشحون (অর্থাৎ বোঝাই নৌকায়) আরোহণ করাইয়াছি।' مشحون শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ বা ভরপূর। কোরআন শরিফের ভাষ্যকার পণ্ডিতগণ ইহার অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন যে লোকের আরোহণ করার পর যে নৌকা পরিপূর্ণ হইবে এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। লোক অধিক বলিয়া অথবা নৌকা ছোট হওয়ার জন্য উহা ভরিয়া যাইবে, এই কথা বলাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কথা স্বতন্ত্রভাবে না বলিয়া বলা হইয়াছে যে আমরা পরিপূর্ণ নৌকায় লোকদিগকে আরোহণ করাইয়াছি। বস্তুতঃ লোকের আরোহণ করিবার পূর্ব্বে নৌকা পরিপূর্ণ ছিল না। এই ভবিষ্যদ্বাণীতেও শব্দের এইরূপ ব্যবহার হইয়াছে। এই সময় নাদির খাঁ বাদশাহ ছিলেন না। কিন্তু আল্লাতালা বলিতে চান যে ঐ সময় তাঁহাকে সফলতা দান করিয়া বাদশাহ করিয়া দেওয়া হইবে। এই কারণে আল্লাতালা তাঁহাকে নাদির শাহ নামে অভিহিত করিয়া অল্প কথায় বিস্তৃত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

নাদির খাঁ যখন নাদির শাহ নামে পরিচিত হইলেন এবং সর্ব্বসাধারণের ভালবাসা অর্জ্জনের পর এক দেশদ্রোহীর হস্তে নিহত হইলেন, তখন ভবিষ্যদ্বাণীটি দ্বিতীয়বার পূর্ণ হইল। সমগ্র দেশের অবস্থা যেন এই সময় ভাষা পরিগ্রহ করিয়া বলিয়া উঠিল, "হায় নাদির শাহ কোথায় গেলেন!"

(১০) এই ভবিষ্যদ্বাণীতে এ সংবাদও দেওয়া হইয়াছিল যে, কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় নাদির শাহের জীবন নাশ হইবে। 'হায় নাদির শাহ কোথায় গেলেন,' এই বাক্য একদিকে যেমন বিষাদসূচক, অন্যদিকে আবার আশ্চর্য্যবোধক। অসময়ে অপ্রত্যাশিত কোন কিছু ঘটিলেই লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হয়। অতএব ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষা হইতে প্রমাণিত হয় যে নাদির শাহের মৃত্যু স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিবে না; ইহা

অস্বাভাবিক হইবে এবং এমন সময় ঘটিবে যখন লোকে এইরূপ প্রত্যাশা করিবে না।

নাদির শাহের হত্যা সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে। প্রকাশ, এক ফুটবল প্রতিযোগীতার পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে নাদির শাহ তাঁহার দিলকোশা নামক বাগান বাটিতে আসিয়া ছিলেন। এখানে বহুলোকের সমাগম ইয়াছিল। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, আমীর ওমরাহ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লাকই উপস্থিত ছিল। নাদির শাহ ছাত্রদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য তাহাদের সহিত কথা বলিতে ছিলেন। এমন সময় মাত্র এক গজ দূর হইতে একজন ছাত্র তাঁহাকে একে একে তিনবার গুলি করিল। দেখিতে দেখিতে সেই আনন্দসভা শোকসভায় পরিণত হইল। শাহের ভ্রাতা ও যুদ্ধমন্ত্রী সেনাপতি মহমুদ খাঁ ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন। পর পর তিনবার গুলি করা হইল, অথচ তিনি বা অন্য কেহ শাহকে বাঁচাইবার জন্য কিছুই করিতে পারিলেন না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ঘটনাটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘটিয়াছিল এবং উপস্থিত সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। সংবাদ পত্রে প্রকাশ, হঠাৎ এইরূপ ঘটনা হওয়াতে সেনাপতি মহমুদ খাঁ এতই বিহ্বল হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে কিছুক্ষণের জন্য তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী ত্রাসভরে বাজারের দিকে ছুটিল এবং 'শাহ নিহত হইয়াছেন, শাহ নিহত হইয়াছেন' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। এই সকল ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে ভবিষ্যদ্বাণীতে যেরূপ বলা হইয়াছে, নাদির শাহের মৃত্যু অবিকল তেমনই বিস্ময়কর ভাবে ঘটিয়াছিল এবং ঘটনাস্থলের সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়া ছিল।

(১১) এই ভবিষ্যদ্বাণী হইতে ইহাও বুঝা যায় যে নাদির শাহের যখন মৃত্যু হইবে, দেশের জন্য তখনও তাঁহার জীবিত থাকা একান্ত আবশ্যক বিবেচিত হইবে। ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট ইহাই বুঝা যায়। শাহের মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে ডাঃ সার মহম্মদ একবাল কাবুল হইতে ফিরিয়া আসেন। এই সময় তিনি সংবাদ পত্রে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন যে নাদির শাহ যদি আর দশ বৎসর জীবিত থাকেন, তাহা হইলে দেশের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং আফগানিস্তান উন্নতির চরম সীমায় পৌছিবে। এই বিবৃতি প্রকাশের পর দিন নাদির শাহ নিহত হন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে দূরদর্শী ব্যক্তিগণ দেশের মঙ্গলের জন্য নাদির শাহের বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক মনে করিতেছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী হইতে প্রতীয়মান হয় যে আল্লাতালার এরূপ ইচ্ছা ছিল না।

বিরুদ্ধবাদিগণ হয়ত আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে যে, নাদির শাহ যখন খোস্ত প্রদেশে বাচ্চায়ে-সাক্কার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন "হায় নাদির শাহ কোথায় গেলেন" এই ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ করা হইয়াছিল যে, বিদ্রোহ দমনের জন্য লোকে নাদির শাহের দেশে উপস্থিত থাকার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিল। এখন এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইতেছে। অতএব প্রকাশ থাকে যে, আমানুল্লা খাঁর পলায়নের সময় যখন লোকে নাদিরের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিল, এই ভবিষ্যদ্বাণী তখন একবার পূর্ণ হইয়াছিল। আবার আল্লার বিধানে এক অর্ব্বাচীন যুবকের হাতে নাদির শাহের নিহত হওয়ায় ভবিষ্যদ্বাণীটী দ্বিতীয় বার পূর্ণ হইল। এ কথা এখন নূতন করিয়া বলা হইতেছে না। খোস্ত প্রদেশে যখন নাদির শাহ বিজয়ী হইয়া ছিলেন, তখনও আহমদিগণের এইরূপ ধারণা ছিল। আমার আদেশে ঐ সময় এই

ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে মৌলবী শের আলী সাহেব এক প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারীর 'আল্-ফজলে' এবং ঐ বৎসরের 'রিভিউ অফ রিলিজিয়নস্' (Review of Religions) নামক ইংরাজী মাসিকের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় যথাক্রমে উর্দ্দু এবং ইংরাজীতে ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে আমানুল্লা খাঁর পরাজয়, নাদির শাহের দেশে আসা সম্বন্ধে দেশবাসীর আগ্রহ এবং পরিশেষে তাঁহার বাদশাহ হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর মৌলবী ছাহেব লিখিয়াছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীটির দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথম অর্থ বিদ্রোহের সময় নাদির খাঁর বিদেশে থাকা ও তাঁহাকে দেশে আনিবার জন্য দেশবাসীর মনে আগ্রহের সৃষ্টি হওয়া এবং দেশে আসিয়া তাঁহার বিজয় লাভে ও বাদশাহ হওয়ায় পূর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ সম্বন্ধে মৌলবী সাহেব লিখিয়া ছিলেন—

> "The second rendering conveys the idea, that some misfortune will befall the person named and his loss will be deeply mourned"—"দ্বিতীয় অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত ব্যক্তির কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবে এবং তাঁহার মৃত্যুর জন্য গভীর শোক প্রকাশ করা হইবে" (দেখ, Review of Religions, ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, ৪৪ পৃষ্ঠা এবং 'আল ফজল'৩রা জানুয়ারী ১৯৩০, ১১শ পৃষ্ঠা' ১ম কলম)।

এই উদ্ধৃত অংশ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রথম হইতেই আহমদিগণ এই ভবিষ্যদ্বাণীর দুইটি অর্থ করিয়া আসিতেছেন এবং এ কথাও বলিয়া আসিতেছেন যে, খুব সম্ভব উভয় অর্থই পূর্ণ হইবে। কারণ, ভবিষ্যদ্বাণীর একাধিক অর্থ থাকা ও সময় সময় প্রত্যেক অর্থই পূর্ণ হওয়া খোদার একটি নির্দ্দিষ্ট বিধান।

সংক্ষেপে কথা এই যে,—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে আল্লাতালা হজরত মসিহ মউদের (আঃ) প্রতি দুইটি বাণী অবতীর্ণ করিয়া আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ দিয়াছিলেন। প্রথম বাণীতে ক্ষুদ্র এক দল সৈন্যের অধিনায়ক বাচ্চায়ে-সাক্কার নিকট আমানুল্লা খাঁর পরাজয়ের কথা বলা হইয়াছিল। দ্বিতীয় বাণীতে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, নাদির খাঁ ঐ সময় বিদেশে কোথাও থাকিবেন, দেশবাসী তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে, তিনি দেশে আসিয়া বিজয়ী হইবেন, বিজয়ের পর বাদশাহ হইবেন, তখন তাঁহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া নাদির খাঁ স্থলে নাদির শাহ হইবে, অতঃপর এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হইবেন, দেশবাসী শোকসাগরে নিমগ্ন হইবে এবং তাঁহার মৃত্যু দেশের জন্য ভীষণ ক্ষতি বলিয়া বিবেচিত হইবে। যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা হইয়াছিল, তখন নাদির খাঁ একজন অনভিজ্ঞ যুবক মাত্র ছিলেন এবং তাঁহার পক্ষে আফগান সরকারে কোন উচ্চ পদ লাভের সম্ভাবনাও ছিল না।

হে সত্যের অন্বেষণকারিগণ—ইহকালের মোহে যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পরকাল ভুলিয়া যান নাই, আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ অবস্থায় এই প্রকারের ভাবী সংবাদ দেওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে কি? কোন মানুষের পক্ষে যদি এইরূপ ভাবী সংবাদ দেওয়া সম্ভব হয়, তবে খোদার রছুলগণের সত্যতার আর কি প্রমাণ থাকিতে পারে? খোদার বাণীরই বা কি মর্য্যদা থাকিতে পারে? আল্লাতালা বলিয়াছেন,—

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ "—খোদাতালা রছুলগণ ব্যতীত আর কাহারও নিকট ভবিষ্যতের সংবাদ প্রকাশ করেন না!" এখন বল, শয়তানের আশ্রিত এক ভণ্ড প্রতারক

যদি এত বৎসর পূর্ব্বে এত অধিক সংখ্যক ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারে, তবে কোরআন শরিফের সত্যতার আর কি প্রমাণ অবশিষ্ট থাকিবে? রাজ্য-বিপ্লব একটি সাধারণ ঘটনা নহে। তদুপরি এশিয়া মহাদেশে প্রাচীন রাজবংশের পরিবর্ত্তন হওয়া আরও অসাধারণ ব্যাপার। আবার রাজ্য-বিপ্লবের পর সিংহাসন কাহার ভাগ্যে আসিবে তাহাই বা কে বলিতে পারে? যদি কোন ব্যক্তির সিংহাসন পাইবার সংবাদ দেওয়া হয়, তাঁহার এতকাল বাঁচিয়া থাকার প্রতিভূই বা কে হইতে পারে? আবার তিনি যদি বাঁচিয়াও থাকেন, তবে এ কথাই বা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে তাঁহার দৈহিক ও মানসিক শক্তি তখনও অটুট থাকিবে, তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন, অতঃপর বিজয়ী হইবেন, বিজয় ও সফলতার পর এইরূপে তাঁহার মৃত্যু হইবে এবং তাঁহার মৃত্যুতে দেশবাসী এইরূপ মনে করিবে? খোদার শপথ ইহা অদৃশ্যলোকের সংবাদ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। খোদা ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে এরূপ সংবাদ দেওয়া সম্ভব নহে।

বন্ধুগণ, খোদার নিদর্শনী অস্বীকার করিও না। এইরূপ অস্বীকারের পরিণাম অতীব ভীষণ। যে খোদা এক ভিস্তিওয়ালার পুত্রের দ্বারা আমানুল্লা খাঁর মত প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন, তাঁহার নিদর্শনী অস্বীকার করিয়া নিরাপদ থাকা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আল্লাতালার অনুগ্রহ অসীম। ইসলামের উদ্ধারের জন্য তিনি আপনাদেরই একজনকে উন্নীত (مبعوث) করিয়াছেন। এই নাস্তিকতার যুগে মানবশক্তির অতীত বহু নূতন নিদর্শনী দেখাইয়া তিনি ইসলামকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। যিনি তোমাদের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিও না। তিনি তোমাদের বন্ধু। তাঁহার সহিত শত্রুতা করিও না। খোদা তালার অনুগ্রহের দান অবহেলা করিও না। এইরূপ অবহেলার পরিণাম ফল শুভ নহে।

দেখ, সূর্য্য মধ্য গগণে আসিয়াছে। নিদর্শনের পর নিদর্শন প্রকাশিত হইতেছে। ভূলোক ও দ্যুলোক গভীর নিনাদে বারংবার হজরত মসিহ মউদের (আঃ) সত্যতা ঘোষণা করিতেছে। আর কত দিন প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে? মৃত্যু কখন আসিবে তাহার স্থিরতা নাই। অহেতুক প্রতীক্ষায় জীবন-বায়ু শেষ হইবে না তো? তোমাদের কি এইরূপ আশঙ্কা হয় না? খোদা আছেন এ কথা যদি বিশ্বাস কর, সত্য করিয়া বল, মরণের পর তাহার নিকট কি উত্তর দিবে?

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করে, খোদাতালার কি ভারতবর্ষে আত্মপ্রকাশের কথা ছিল? দুঃখের বিষয় ইহারা জানে না যে খোদা যখন ইরাক প্রদেশে হজরত এবরাহিমের (আঃ) নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন তখনও অনেকে বলিয়া ছিল, খোদার কি ইরাকে আত্মপ্রকাশের কথা ছিল? খোদা যখন সিনাই পর্ব্বতে হজরত মুসার (আঃ) নিকট প্রকাশিত হইয়া ছিলেন, তখনও লোকে বলিয়া ছিল, খোদার কি এস্রাঈল বংশেই আত্মপ্রকাশ করিবার কথা ছিল? আবার যখন তিনি হজরত ঈসার (আঃ) নিকট প্রকাশিত হইয়া ছিলেন, তখনও লোকের সন্দেহ হইয়া ছিল, খোদার কি নাছেরার মত নগন্য গ্রামে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব ছিল? পরিশেষে তিনি যখন আরবদেশে মানবকুল শিরোমণি হজরত মহাম্মদ মস্তফার (ছঃ) নিকট প্রকাশিত হইলেন, তৎকালীন ইহুদিগণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া ছিল, খোদার কি আরবে প্রকাশিত হইবার কথা ছিল? এমন কি আরববাসীও বলিয়া ছিল—কোরআন খুলিয়া দেখ, আমাদের শ্রেষ্ঠ সহরগুলির মধ্যে কোন বড় লোকের নিকট খোদা আত্ম-প্রকাশ করিলেন না কেন? বস্তুতঃ এ সন্দেহ নূতন নহে। পক্ষান্তরে ইহাও নূতন সন্দেহ নহে যে খোদা পুরাকালে কথা বলিতেন, এখন আর বলেন না। কোরআন্ শরিফ হইতে দেখা যায়, জহরত

ইউছুফের (আঃ) সময়কার লোকেরও এইরূপ ধারণাই ছিল। ফল কথা, খোদাতালার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন দেখার পরেও আর এই প্রকারের অলীক সন্দেহ করিও না। "শোনা আর দেখা সমান হইতে পারে না" (ليس الخبر كالمعائنه)। অসংখ্য ঐশী নিদর্শন (মোজেজাত) প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার ভাবে হজরত মসিহ মউদের (আঃ) সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। অলীক ধারণা ও ভিত্তিহীন সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া ঈমানের (বিশ্বাসের) সময় পশ্চাতে ফেলিও না। ঈমানের এক মুহূর্ত্ত কোফরীর পূর্ণ জীবন হইতেও অধিকতর মূল্যবান।

হে সত্যের অন্বেষণকারিগণ—তোমরা যে কোন দেশেরই হও না কেন, আমি তোমাদিগের নিকট ঘোষণা করিতেছি যে খোদার নুর (ঈশ্বরের জ্যোতি) আসিয়াছে। চক্ষু মুদ্রিত করিও না। আলস্য পরিহার কর। দেখ,—আমাদের খোদা জীবন্ত খোদা। তিনি পূর্ব্বে যাহা কিছু করিতেন, এখনও করেন। নূতন নূতন নিদর্শন দেখাইয়া এখনও তিনি ইসলামের জীবন এবং রসুলের করিমের (ছঃ) জীবন-দায়িণী শক্তি প্রমাণ করেন। তোমরা নিজ সৃষ্টিকর্ত্তার আহ্বান বুঝিতে পার না কেন? স্বীয় প্রভুর জ্যোতি চিনিতে পার না কেন? তোমাদের অন্তরাত্মা কি মরিয়া গিয়াছে? অথবা অবিশ্বাসের হেতু খোদা কি মোহর করিয়া তোমাদের অন্তর চেতনাশূন্য করিয়া দিয়াছেন? স্মরণ রাখিও, ফুৎকারে কখনও আল্লার জ্যোতি নিবিয়া যায় না। যে বৃক্ষ স্বয়ং আল্লাতালা রোপন করিয়াছেন, তাহা কাটিয়া ফেলিবার সাধ্য কাহার আছে? যে নাম স্বয়ং খোদাতালা লিখিয়াছেন, তাহা কে মুছিয়া ফেলিতে পারে? যে জাতিকে খোদা বাড়াইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাকে কে বিনাশ করিতে পারে? আসমান জমিনের সৃষ্টি-কর্ত্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইও না। সমুদ্রের ঢেউ পর্ব্বতের গায়ে

আঘাত করিতে পারে। মানুষ যতই শক্তিশালী হউক না কেন, সেই একক ও অদ্বিতীয় খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না।

লক্ষ্য কর, হজরত মসিহ মউদের (আঃ) সম্প্রদায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; লোকের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও তাহারা বাড়িয়া চলিয়াছে। যাহা অবশ্যম্ভাবী, কেন তাহা সানন্দে গ্রহণ করিতেছ না? কেন সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছ যখন খোদার তরবারি তোমাদের গলদেশে আঘাত করিবে? স্মরণ রাখিও, সর্ব্বকালেই খোদার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষগণ ঘৃণিত এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ নগন্য বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু জগদ্বাসীর বিরুদ্ধাচরণ তাহাদের কিছুই করিতে পারে নাই। এই ঘৃণিতগণই যাবতীয় সম্ভ্রমের উৎস। ইহাদের নগন্য শিষ্যগণই যাবতীয় গৌরবের অধিকারী। উঠ, নিজের প্রতি এবং নিজের বংশধরগণের প্রতি করুণা দেখাও। অবিলম্বে সত্য গ্রহণ কর। জীবনের প্রত্যেক দিনই মূল্যবান। অর্থের বিনিময়ে একটি মুহূর্ত্তও ফিরাইয়া আনা যায় না। তোমাদের খোদা তোমাদিগকে তাঁহার নিকটে স্থান দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। হজরত এবরাহিম (আঃ), হজরত মুসা (আঃ) হজরত ঈসা (আঃ) এবং হজরত রসুলে করিমের (ছঃ) সময় তাঁহার ক্রোড় যেরূপ উন্মুক্ত ছিল, এখন তাহা আবার তদ্রূপ উন্মুক্ত হইয়াছে। তাঁহার এই অনুগ্রহের উপযুক্ত ব্যবহার কর। তিনি তোমাদিগকে যে সম্ভ্রম দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা গ্রহণ কর।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

১। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের কেন্দ্র—কাদিয়ান, জিলা গুরুদাসপুর, পঞ্জাব।

২। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের নেতাকে 'খলিফাতুল-মসিহ' আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথম খলিফা হজরত মৌলানা নুরুদ্দিনের পরলোক গমনের পর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে অধিকাংশের ভোটে হজরত মির্জা বশীর-উদ্দিন মহমুদ আহমদ ছাহেব দ্বিতীয় খলিফা নির্ব্বাচিত হন। ইনি সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান নেতা।

৩। আহমদীয়ত বা ইসলাম সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিবার জন্য আহমদীয় সম্প্রদায়ের নেতার নিকট লেখা যাইতে পারে বা আবশ্যক মত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা যাইতে পারে। পুস্তকাদি খরিদ করিবার জন্য ম্যানেজার, বুক ডিপোকে লিখিতে হয়। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় আহমদীয় আঞ্জমান হইতেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইতে পারে।

৪। বাংলায় আহমদীয় কেন্দ্র—(ক) প্রাদেশিক আমীর—মৌলবী হাকীম আবু তাহের মহমুদ আহমদ, ১৫ প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (খ) জিলা আমীর বা প্রেসিডেন্ট—(১) মৌলবী গোলাম ছমদানী বি. এল, উকিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। (২) মৌলবী বদর-উদ্দিন আহমদ বি, এল, উকিল, রংপুর। (৩) মৌলবী ফজলুল করিম, উকিল, পাটুয়াখালি, বরিশাল। (৪) হাফেজ মহম্মদ তৈয়াবুল্লাহ, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ। (৫) মৌলবী আজিমুদ্দিন বি, এ, বীরপাইকশাহ নৈমনসিংহ। (৬) মৌলবী নাসিরুদ্দিন আহমদ, মোক্তার, দিনাজপুর।